

અમિયા ૩
અધિભંગય
દેડેલો (પેર)
ડેમ નિલમ

এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ

মূল

ড. আবদুল বাসিত হাসান

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ

আবদুর রহমান আজহারি

এমফিল গবেষক, ডিপার্টমেন্ট অফ ইসলামিক হিস্ট্রি, আল-আযহার

ইউনিভার্সিটি, মিসর।

বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, সেন্টার ফর হিস্টোরিক্যাল

স্ট্যাডিজ সোনারগাঁও।

ফাউন্টেন

পা ব লি কে শ ল



অ।প।ণ

যার মাধ্যমে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি, যার হাত
ধরে আমার ‘এক অজানা পৃথিবী’-তে বিচরণের সূচনা

...

আমার শ্রদ্ধাভাজন উস্তাজ—মাওলানা আহমাদুল্লাহ
বিন আব্দুল হামিদ হাফিজুল্লাহ-এর দুনিয়া ও
আখিরাতের সফলতা কামনায়।

—অনুবাদক





সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা.....	১৩
অনুবাদের কথা	১৫
লেখকের কথা	১৮

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মর্মকথা, ধাপ, বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ

এক. এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মর্মকথা	২৫
▶ উপনিবেশ (Colony) বা ‘ইস্তিমার’-এর শাব্দিক অর্থ	২৫
▶ ঐতিহাসিক পরিভাষায় ইস্তিমার বা উপনিবেশবাদ (Colonialism)	২৬
▶ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ পরিচিতি	২৮
▶ এশিয়া মহাদেশ পরিচিতি	৩০
▶ আফ্রিকা মহাদেশ পরিচিতি	৩১
দুই. প্রাচীন ও আধুনিককালে উপনিবেশ	৩৩
▶ প্রাচীন ও আধুনিক উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য	৩৩
তিন. উপনিবেশবাদের ধাপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ	৩৯
চার. ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণ	৪৪
▶ ভৌগোলিক আবিষ্কার অভিযানের বাস্তবতা	৪৪
▶ প্রথমত : জাতীয়তাবাদী, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উপাদান	৫১
▶ দ্বিতীয়ত : অর্থনৈতিক উপাদান	৫৪
▶ তৃতীয়ত : ধর্মীয় উপাদান	৫৮
▶ ভৌগোলিক আবিষ্কার অভিযানে পোপের ধর্মীয় সমর্থন	৬০
▶ চতুর্থত : নৌচলাচল বিষয়ক উপাদান	৬২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আফ্রিকা ও এশিয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশ

এক. পর্তুগিজ উপনিবেশের প্রাথমিক ধাপসমূহ	৬৭
দুই. আফ্রিকা ও এশিয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশ	৬৯
▶ (ক) হেনরি দ্য নেভিগেটরের যুগ (১৪১৫-১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ)	৬৯
▶ (খ) ভাস্কো দা গামার যুগ (১৪৯৮-১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ)	৭০
▶ পর্তুগিজদের প্রাচ্যের জলসীমায় অভিযান ও তার প্রভাব	৭০
তিন. পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম ও প্রতিরোধ	৮০
চার. ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে পর্তুগালের রাজনীতি ও ব্যবহার	৮৪
▶ ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে পর্তুগালের রাজনীতি	৮৫
পাঁচ. ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোতে পর্তুগালের শাসন-পদ্ধতি	৮৭
▶ ১. কার্যনির্বাহী বিভাগ	৮৮
▶ ২. আইন প্রণয়ন (সংসদীয়) বিভাগ	৮৯
▶ ৩. প্রশাসনিক বিভাগ	৮৯
ছয়. পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের সমাপ্তি	৯০

তৃতীয় অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশে বেলজিয়ান উপনিবেশ

এক. আফ্রিকায় রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ডের প্রকল্প	৯৫
দুই. ১৮৮৪-১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বার্লিন সম্মেলন	১০১
চার. কঙ্গোতে আরব-বেলজিয়ান দ্বন্দ্ব	১০৩
পাঁচ. কঙ্গোতে বেলজিয়ানদের শাসননীতি	১০৫
ছয়. কঙ্গোতে স্বাধীনতা সংগ্রামের দাবানল	১০৭

চতুর্থ অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ

এক. পূর্ব-আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ	১১১
▶ ব্রিটেন যেভাবে পূর্ব-আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলো	১১৩
দুই. পশ্চিম-আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ	১১৬
তিন. দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ	১১৯
চার. আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর শাসনব্যবস্থা	১২৬
▶ ব্রিটিশদের শাসননীতি	১২৬
পাঁচ. দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদ	১২৮

পঞ্চম অধ্যায়

লিবিয়া ও ইরিত্রিয়ায় ইতালীয় উপনিবেশ

এক. লিবিয়ায় ইতালীয় উপনিবেশ	১৩৩
▶ ১. ইতালির লিবিয়া দখলের কার	১৩৫
▶ ২. ইতালীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে লিবীয় জনগণের সংগ্রাম	১৪১
দুই. হর্ন অফ আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশ	১৪৬
তিন. আফ্রিকায় ইতালীয় উপনিবেশগুলোর শাসনব্যবস্থা	১৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

আফ্রিকা মহাদেশে ফরাসি উপনিবেশ

এক. পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব-আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ	১৫৩
▶ ক. পশ্চিম-আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ	১৫৪
▶ খ. মধ্য আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ	১৫৮

১০ ♦ এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ

▶ গ. পূর্ব-আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ	১৬০
দুই. উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসি উপনিবেশ	১৬২
▶ ক. মিসরে ফরাসি অভিযান (১৭৯৮-১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ)	১৬২
▶ খ. ফরাসিদের আলজেরিয়া দখল (১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ)	১৬৯
▶ গ. ফরাসিদের তিউনিসিয়া দখল (১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দ)	১৭৪
▶ ঘ. ফরাসিদের মরোক্কো দখল (১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ)	১৮১
তিন. আফ্রিকার ফরাসি উপনিবেশগুলোর শাসনব্যবস্থা	১৮৭
চার. আফ্রিকার জাতীয় জাগরণ : প্রেরণা ও আন্দোলন	১৮৯

সপ্তম অধ্যায়

ফিলিপাইনে ইউরোপীয় উপনিবেশ

এক. ফিলিপাইন পরিচিতি	১৯৭
দুই. ফিলিপাইনে ইউরোপীয় উপনিবেশ	২০০
তিন. স্বাধীনতার যুগে উপনিবেশবাদ ও খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম (১৯৪৬-১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)	২০৩

অষ্টম অধ্যায়

ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয় উপনিবেশ

এক. ইন্দোনেশিয়া পরিচিতি	২০৯
▶ ইন্দোনেশিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ	২০৯
▶ ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের বিশেষ তিনটি ভাগ	২১০
▶ ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের আগমন	২১০
দুই. ইন্দোনেশিয়ায় পর্তুগিজ উপনিবেশ	২১২
তিন. ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ (ডাচ) উপনিবেশ	২১৩
চার. প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়া	২১৭

পাঁচ. ইন্দোনেশিয়ায় জাপানি আধিপত্য	২২৩
ছয়. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইন্দোনেশীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম	২২৫

নবম অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ

এক. ভারতীয় উপমহাদেশ পরিচিতি	২২৯
দুই. ভারতীয় উপমহাদেশে পর্তুগিজ উপনিবেশ	২৩৩
▶ প্রাচ্যে পর্তুগিজ আধিপত্যের ক্ষয়ের কারণ	২৪০
তিন. ভারতীয় উপমহাদেশে ওলন্দাজ উপনিবেশ	২৪১
চার. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশ	২৪৪
পাঁচ. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহ	২৪৬
▶ বিদ্রোহের কারণ	২৪৭
▶ সিপাহি বিদ্রোহের মূল ঘটনাপ্রবাহ	২৪৯
▶ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার কারণ	২৫০
▶ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল	২৫২
ছয়. সিপাহি বিদ্রোহ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ (১৮৫৭-১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দ)	২৫৪
▶ প্রথমত : ব্রিটিশ ভারতের শাসননীতি	২৫৪
▶ দ্বিতীয়ত : ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতি	২৫৬
▶ তৃতীয়ত : ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন	২৫৮
সাত. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ (১৯১৪-১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)	২৬২
▶ ভারতীয় সৈন্যদের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	২৬৩
▶ ব্রিটিশদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন	২৬৪
▶ মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় নেতৃত্ব	২৬৭
▶ ব্রিটিশ প্রশাসনের পশ্চাদ্গতি	২৭০

১২ ♦ এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ

আট. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ

(১৯৩৯-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)	২৭০
▶ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তি (দেশভাগ)	২৭১
▶ দেশভাগের সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলোর সংকট	২৭৩
▶ ১. জুনাগড় রাজ্য	২৭৪
▶ ২. হায়দরাবাদ রাজ্য	২৭৫
▶ ৩. কাশ্মীর রাজ্য	২৭৭

দশম অধ্যায়

মধ্য এশিয়ায় রুশ উপনিবেশ

এক. মধ্য এশিয়ায় রুশ আগ্রাসন	২৭৯
দুই. মধ্য এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র	২৮৫
▶ (ক) উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্র	২৮৫
▶ (খ) তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র	২৮৬
▶ (গ) তুর্কমেনিস্তান প্রজাতন্ত্র	২৮৭
▶ (ঘ) কাজাখিস্তান প্রজাতন্ত্র	২৮৮
▶ (ঙ) কির্গিজিস্তান প্রজাতন্ত্র	২৮৯
তিন. মধ্য এশিয়ায় রুশ জার সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক নীতি	২৯১
চার. মধ্য এশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার ঔপনিবেশিক নীতি	২৯৩
পাঁচ. মধ্য এশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন	২৯৭





প্রকাশকের কথা

ইতিহাস সবসময় বিজয়ীদের কলমে লেখা হয়—এই আপ্তবাক্যটিকে আজ বুক ফুলিয়ে চ্যালেঞ্জ করার সময় এসেছে। আধুনিক ইউরোপের যে চোখধাঁধানো উন্নয়ন, সুউচ্চ অটালিকা আর সমৃদ্ধির দম্ভ আমরা দেখি, তার প্রতিটি ইন্টারনেটের নিচে চাপা পড়ে আছে এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত মানুষের রক্ত আর হাহাকার। একজন প্রকাশক হিসেবে এই বিশেষ বইটি নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব যখন আমি পেয়েছি, আল আজহার ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক ড. আবদুল বাসিত হাসান লিখিত মূল আরবি বইটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার পর আমার মনে হয়েছিল এটা কোনো সাধারণ বই নয়, এটি আমাদের বৃকের ভেতর জমে থাকা এক দগদগে ক্ষত এবং একইসাথে এক মহিমান্বিত সংগ্রামের জীবন্ত আখ্যান।

আঠারো ও উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপকে যে গরিমা দিয়েছিল, তার আসল ছালানি কিন্তু জোগানো হয়েছিল আমাদের এই মাটি থেকেই। আধুনিক অর্থনীতির জটিল সমীকরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পশ্চিমের এই প্রাচুর্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ছিল না, বরং তা ছিল উপনিবেশিত অঞ্চলের সম্পদের এক নিষ্ঠুর ও পদ্ধতিগত লুণ্ঠন। যাকে আমরা ‘ড্রেইন অফ ওয়েলথ’ বা সম্পদের বহির্গমন বলি, তা মূলত এশিয়া ও আফ্রিকার সচল অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়ে ইউরোপের কঙ্কালসার দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছিল। আজ যারা আমাদের ওপর ‘অনুন্নত’ বা ‘উন্নয়নশীল’-এর তকমা সঁটে দেয়, তারা সচেতনভাবেই ভুলে যায় যে আমাদের লুণ্ঠিত সম্পদই ছিল তাদের উন্নয়নের আসল বুনিয়াদ।

তবে ভুলে গেলে চলবেনা যে, উপনিবেশবাদ কেবল একটি রাজনৈতিক শাসনের নাম নয়, এটি ছিল এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও কাঠামোগত নিপীড়ন। এর আড়ালে সুকৌশলে ধ্বংস করা হয়েছে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা, গলা টিপে

হত্যা করা হয়েছে সমৃদ্ধ কুটির শিল্প এবং কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের মরণখেলার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কবরের অন্ধকারে। বর্তমান এশিয়া ও আফ্রিকার আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা, জাতিগত সংঘাত কিংবা দারিদ্র্যের যে দুষ্টচক্র আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার বিষবৃক্ষ বোপণ করা হয়েছিল সেই ঔপনিবেশিক বিভাজন আর শোষণের দীর্ঘ শাসনকালেই।

তবে এই বইটি কেবল কান্নার ইতিহাস নয়, এটি প্রতিরোধের এক মহাকাব্য। যখনই আধিপত্যের জেয়াল আমাদের কাঁধে চাপানোর চেষ্টা হয়েছে, তখনই এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষ লাঙল, কাস্তে কিংবা হাতের কাছে যা ছিল তা নিয়েই রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই অদম্য সংগ্রামের প্রতিটি রক্তবিন্দু আমাদের আত্মপরিচয় রক্ষার সাক্ষী হয়ে আছে।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ধুলো জমা অতীত নিয়ে আজ কেন এই ময়নাতদন্ত? উত্তরটা সহজ। অতীতকে সঠিকভাবে চিনতে না পারলে আমরা বর্তমানের নব্য-উপনিবেশবাদী দাসত্ব কোনোদিন বুঝতে পারব না। কারণ উপনিবেশ আসলে শেষ হয়নি, বরং তা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি আর অর্থনীতির রক্তে রক্তে ঢুকে আছে অদৃশ্য সুতোর মতো। তাই নিজেদের হারানো ইতিহাস পুনরুদ্ধার এবং পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আধিপত্য থেকে সত্যিকারের মুক্তির জন্য এই পাঠ অপরিহার্য।

একজন প্রকাশক হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, এই বইটি কেবল বুকসেলফে সাজিয়ে রাখার মতো কোনো শৌখিন বস্তু নয়, বরং এটি প্রতিটি সচেতন মানুষের চিন্তার জগতে এক প্রবল বিপ্লব। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে ভাঙা মেরুদণ্ড নিয়ে আবার আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাতে হয়। এই পাণ্ডুলিপি পাঠ করার পর পাঠক কেবল তথ্যসমৃদ্ধ হবেন না, বরং তিনি এক নতুন ও নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্বব্যবস্থাকে পুনর্পাঠ করতে শিখবেন। আমাদের দায় কেবল বই প্রকাশ করা নয়, বরং সত্যের মশালকে আগলে রাখা—আর এই বইটি সেই আগুনেরই এক জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
প্রকাশক, ফাউন্টেন পাবলিকেশন

২৬/০১/২০২৬



অনুবাদকের কথা

২০২৩ সাল। মিসরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটির হিষ্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশন বিভাগ থেকে আমার অনার্স কোর্স সম্পন্ন হতে চলছিল। দীর্ঘ চার বছরের ইতিহাস চর্চার এই প্রাতিষ্ঠানিক সফরে পরিচিত হয়েছি আজহারি ইতিহাসবিদদের রচিত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসগ্রন্থ ও গবেষণাপত্রের সাথে। এর মধ্যে বেশ কিছু বই আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার তাগিদও অনুভব হয়। প্রয়াত ও বর্তমান আজহারি ইতিহাসবিদদের রচিত ইতিহাসের বিশাল খাজানা থেকে ঠিক কোন বইটি দিয়ে শুরু করবো সেটা নির্ধারণ করাও ছিল বেশ জটিল।

পাঠ্যভূক্ত বইগুলোর মধ্যেও ছিল অসাধারণ অনেক বই। কিছু বই বিষয়বস্তুর দিক থেকে, কিছু বই উপস্থাপনা শৈলীতে, কিছু বই তথ্যের সমাহারে, কিছু বই শক্তিশালী রেফারেন্সের ভিত্তিতে এবং কিছু বই সার্বিক মাপকাঠিতে অসাধারণ ছিল। যুগের চাওয়া ও পাঠকদের চাহিদা বিবেচনায় ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগের শতাধিক বইয়ের মধ্যে থেকে বাছাই করে করে সবশেষে পাঁচটি বইয়ে এসে একেবারে আটকে যাই। ফিলিস্তিন, জায়েনবাদ, উপনিবেশবাদ, মুসলিম জাতি ও মুসলিম সাম্রাজ্য ভিত্তিক সেরা পাঁচটি বইয়ের মধ্যে থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। আবার পাঁচটি বইয়ে হাত দেয়ার মতো সময় ও সাহসও ছিল না। ভাবলাম, এক্ষেত্রে ইতিহাসপ্রেমী কয়েকজন বন্ধুর অভিমত নেই। বিস্ময়করভাবে লুতফি, ইকবাল, হুজাইফা ও আলি মুতাসিমসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোর অধিকাংশ বন্ধুই উপনিবেশবাদকে প্রাধান্য দেয়। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের হাসান ঈসা, মালি প্রজাতন্ত্রের আহমাদ, চাঁদ প্রজাতন্ত্রের ইউসুফ ও হামজাসহ আফ্রিকা মহাদেশের বন্ধুদের সকলেই উপনিবেশবাদের কথা বলে...। কেন এসব



লেখকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার প্রতি যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত ও ইলহামপ্রাপ্ত মহামানবের উপর স্থায়ী জ্ঞানকে অবতীর্ণ করেছেন। দরুদ ও সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যিনি ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বাকশক্তিসম্পন্ন ও ভাষাভাষীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত।

এ বইটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশের ইতিহাস সম্বলিত কিছু মূল্যবান পাতা। এতে আলোচিত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা থেকে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি উপনিবেশের ইতিহাস।

মূলত পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো আধুনিক ইউরোপীয় বিপ্লবের যুগে ঐক্যবদ্ধ সরকার গড়ে তুলতে সফল হওয়ার পরই বেরিয়ে পরে ইউরোপ মহাদেশের বাইরে নতুন নতুন দেশের সন্ধানে। উদ্দেশ্য ছিল, সেসব দেশের ধন-সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা এবং সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা। এশিয়া মহাদেশই ছিল এর জন্য তাদের কাছে সবচেয়ে উপযুক্ত। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ। কেননা, এ অঞ্চল ছিল প্রাচ্যের বাণিজ্যের উর্বর ভূমি। ইতালীয় শহরগুলোর বাণিজ্যিক তৎপরতায় মিসর ও প্রাচ্যের মধ্যকার বাণিজ্যিক সূত্র ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের পণ্য ও ধন-সম্পদ প্রথমত মিসরে পৌঁছত, এরপর মিসর থেকে সেগুলো ইউরোপে পৌঁছানো হতো। ভেনিস শহরের রিয়ালটাও বাজারের মাধ্যমে পণ্যগুলো সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়তো। এসব পণ্য ও ধন-ভাণ্ডার ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রতি লালায়িত করে তুলতো।

ইউরোপ মহাদেশের বাইরে নতুন ভূমির অনুসন্ধানে বের হওয়া এ অভিযাত্রার

নাম দিয়েছিল তারা ‘ভৌগোলিক আবিষ্কার’ অভিযান। এ অভিযাত্রার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ধন-সম্পদ নিজেদের দখলে নেয়া। এভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের নামে ইউরোপীয়রা বিশ্বের চতুরপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করে। লুণ্ঠন করে পৃথিবীর সম্পদ ও প্রচার করে ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম।

ভারতীয় উপমহাদেশ এশিয়ার বিশাল আয়তন ও জনসংখ্যার অধিকারী একটি বৃহত্তর অঞ্চল। ফলে উপমহাদেশকে টার্গেট করে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিগুলো এশীয় প্রাচ্য অভিমুখে অভিযান চালায়। মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে তারা দাবি করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে ইউরোপীয় সভ্যতা ও উন্নত সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই তাদের এই অভিযাত্রা। কিন্তু এ দাবি ছিল ‘কথা সত্য মতলব খারাপ’—এরই নামান্তর। কেননা, সাধারণভাবে এশিয়ার দেশগুলোতে এবং বিশেষ ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে পশ্চিম ইউরোপীয়দের একমাত্র তৎপরতাই ছিল এখানকার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করা। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধন-সম্পদের অধিকারী স্বল্পসভ্য এ জাতি-সম্প্রদায়গুলোকে তারা শিখিয়ে দেয় ‘জাতীয়তাবাদের স্লোগান’। জাতীয়তাবাদের আড়ালে এসব জাতি-সম্প্রদায়কে বিভক্ত ও দুর্বল করে চলতে থাকে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন।

আমাদের এ বইটিতে আলোচিত হয়েছে উপনিবেশবাদের পরিচয়, আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের সূচনা, উপনিবেশবাদের ধাপসমূহ, উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য ও সম্প্রসারণের উপাদান-উপকরণ। তারপর আলোচিত হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশ ও এখানকার উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে উপনিবেশ স্থাপনে পর্তুগিজদের তৎপরতা। আলোচিত হয়েছে আফ্রিকায় বেলজিয়ান উপনিবেশের কথা। উঠে এসেছে দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকায় আরব-ইউরোপীয় দ্বন্দ্ব। স্থান পেয়েছে উত্তর আফ্রিকায় ইতালিয়ান ও ফরাসি উপনিবেশের ইতিহাস। একই ভাবে এ বইয়ের শেষ দিকে আলোচিত হয়েছে ফিলিপাইনে স্প্যানিশ, জাপানিজ ও আমেরিকান উপনিবেশের কথা। বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে ও ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ডাচ (ওলন্দাজ) আগ্রাসনের ইতিহাস।

আমি আল্লাহর কাছে আবেদন জানাই তিনি যেন, আমাদের এ কাজটি কবুল

২০ ❖ এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপের উপনিবেশ

করেন। আমাদের এর উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। বইটির মাধ্যমে পাঠকদের উপকৃত করেন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও কাশ্মীরসহ সমগ্র ইসলামি বিশ্বে বসবাসকারী আমাদের মুসলিম উম্মাহর ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধামহলসহ সকলকে বইটি দ্বারা উপকৃত করেন। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তাওফিক দাতা।

আমি বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের অনুমোদন প্রদান করছি...।

ড. আবদুল বাসিত হাসান আবদুল আজিজ
প্রাক্তন অধ্যাপক ও ডিন, হিউম্যান স্টাডিজ অনুষদ, দাকাহলিয়া,
আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় ; বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ,
আরবি ভাষা অনুষদ, মানসুরা, আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়, মিসর।

স্বাক্ষর ও সীল.....



প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মর্মকথা, ধাপ, বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ

এক.	এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মর্মকথা
দুই.	প্রাচীন ও আধুনিককালে উপনিবেশ
তিন.	উপনিবেশবাদের ধাপ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
চার.	ভৌগোলিক আবিষ্কার ও উপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণ





প্রথম অধ্যায়

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মর্মকথা,
ধাপ, বৈশিষ্ট্য ও উপাদানসমূহ

এক. এশিয়া ও আফ্রিকায় ইউরোপীয়
উপনিবেশবাদের মর্মকথা

উপনিবেশ (Colony) বা ‘ইস্তিমার’-এর শাব্দিক অর্থ

আরবি ‘ইস্তিমার’ (বাংলা প্রতিশব্দ : ‘উপনিবেশ’) পরিভাষাটির শাব্দিক অর্থ হলো : পৃথিবী আবাদ করা বা পৃথিবীতে বসবাস করতে দেওয়া। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন,

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

তিনি তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতেই
তোমাদের বসবাস করতে দিয়েছেন।^[১]

অর্থাৎ, উপনিবেশ বা কলোনি অর্থ হলো : ‘এমন স্থান, যা আবাদ করা হয়েছে। এমন ভূখণ্ড, যেখানে সরবরাহ করা হয়েছে প্রয়োজনীয় মানবশক্তি। আরবিতে ‘ইস্তিমার’ দ্বারা এমন সাম্রাজ্যও উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, যা অন্য রাজ্যের ওপর

[১] সূরা হুদ : ৬১।

নিজের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয় এবং সেই রাজ্যকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করে।^[২]

ঐতিহাসিক পরিভাষায় ইস্তিমার বা উপনিবেশবাদ (Colonialism)

ঐতিহাসিকভাবে কোনো রাজ্য বা সংঘবদ্ধ দল কর্তৃক তাদের অনুগত নয়— এমন কোনো ভূখণ্ড বা সেই ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের ওপর অথবা একইসঙ্গে ভূখণ্ড ও ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা এবং তাদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়াকে উপনিবেশবাদ বলা হয়।^[৩] আরও সহজ কথায় বললে, কোনো জাতির ইচ্ছা ও স্বার্থকে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থ ও রাজনীতির কল্যাণে ব্যবহার করা।

অর্থাৎ—যেসব পদক্ষেপ ও কার্যক্রম দ্বারা কোনো শক্তিশালী পক্ষ অন্য কোনো দুর্বল পক্ষের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং কর্তৃত্ব খাটায়, সেসব পদক্ষেপ ও কার্যক্রমকে ঔপনিবেশিক কার্যক্রম বলে গণ্য করা হয়। হোক তা কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা কোনো সংঘবদ্ধ দল কর্তৃক গঠিত কোনো ঔপনিবেশিক কোম্পানির মাধ্যমে কিংবা কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোনো সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রকল্পের মাধ্যমে। এসবই কোনো ধরনের তারতম্য ছাড়া ঔপনিবেশিক কার্যক্রম বলে গণ্য হবে।

ইতিহাস-গবেষক ড. জাহির রিয়াজের^[৪] মতে উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা হলো : ‘কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য আরেকটি রাষ্ট্রের ওপর এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করা—যে আধিপত্যের মাধ্যমে কোনো দেশের ভূখণ্ড ও জাতিকে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যবহার করা হয়।’

[২] মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, আল-মুজামুল ওয়াজিজ : ৪৩৪।

[৩] ড. হুসাইন আল-হিনদি (Dr. Hussain El-Henedi), মুহাদারাত ফি তারিখিল ইস্তিমার ফি আসিয়া ওয়া আফরিকিয়া : ৩২।

[৪] ড. জাহির রিয়াজ, ইস্তিমারু আফরিকিয়া : ৬।

উপনিবেশবাদের এই সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে ড. জাহির রিয়াজ মূলত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে কোনো ভূখণ্ড ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করাকেই উপনিবেশবাদ আখ্যা দিয়েছেন।

নিজের এই সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করেই ড. জাহির রিয়াজ মনে করেন, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শুরুর দিকে আরবদের মিসর (Egypt) আগমন উপনিবেশ ছিল না; যদিও ইসলামি খিলাফতের অধীনে মিসরীয় সত্তা তখন একীভূত হয়ে গিয়েছিল এবং মিসরজুড়ে আরবি ভাষা ও ইসলামি আকিদার প্রসার ঘটেছিল। কেননা, এসবের মধ্যেও মিসর বিশেষ পরিধিতে তার স্বাধীনতা বজায় রাখার সুযোগ পেয়েছিল। বরং মিসরীয়রা তখন জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্বদিক দিয়ে আরবদের সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

এমনিভাবে তার মতে, উত্তর আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজদের উপস্থিতিও প্রাথমিকভাবে উপনিবেশ ছিল না। বরং এসব অঞ্চলের ইংরেজরা ছিল একদল স্বদেশত্যাগী; যারা তাদের রাজনৈতিক অধিকার আঁকড়ে ধরেছিল এবং মাতৃদেশ ইংল্যান্ড ও ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতি নিজেদের আনুগত্য সংরক্ষণ করেছিল। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরাও (আমেরিকায় আগমনকারী ইংরেজরা) প্রথম দিকে ব্রিটেন থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেনি।^[৫] তবে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রশাসনের নিপীড়ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর তাদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি হয়। এর ফলও যা হওয়ার তা-ই হয়। তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু এই নতুন ভূখণ্ডে অর্থাৎ আমেরিকায় ইংরেজদের এ উপস্থিতি ছিল স্প্যানিশ উপস্থিতির চেয়ে ব্যতিক্রম। স্প্যানিশদের মধ্যে উপনিবেশের নিদর্শনগুলো সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ছিল। স্প্যানিশরা নতুন এই

[৫] ইংল্যান্ড (England), ব্রিটেন (Britain) ও যুক্তরাজ্য (United Kingdom) তিনটি নামের প্রয়োগক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবধান রয়েছে। ‘ইংল্যান্ড’ হলো, অ্যাংলো-স্যাক্সন (Anglo-Saxons) জাতি অধুষিত একটি ভূখণ্ডের নাম। অপর দিকে ‘ব্রিটেন’ নামটি ইংল্যান্ড, ওয়েলস (Wales) ও স্কটল্যান্ড (Scotland); এ তিন ভূখণ্ডের ওপর সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ হয়। আর ‘যুক্তরাজ্য’ হলো ইংল্যান্ড, ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড (Ireland)-এর সম্মিলিত নাম।

ভূখণ্ড এবং ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ইউরোপে অবস্থিত তাদের মূল দেশ অর্থাৎ স্পেনের অর্থনীতির স্বার্থে ব্যবহার করে আসছিল।^[৬]

এটা উল্লেখ করা জরুরি যে—আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশের সূচনা ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে। এ সময়টাতে ইউরোপীয় নৌযান ও নৌবহরগুলোর আফ্রিকা মহাদেশে আগমন শুরু হয়।^[৭] ইউরোপীয়রা আফ্রিকা মহাদেশে ঘাঁটি গাঁড়ার পর সেখানে অসংখ্য দুর্গ, কেল্লা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে তোলে। প্রথম দিকে ইউরোপীয়রা আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয়। ইউরোপে প্রচলিত দাস-ব্যবসার সূত্র ধরে তারা আফ্রিকার মানুষদের বন্দী করে নিজেদের দাস বানানো শুরু করে। খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপে দাস-ব্যবসার অবস্থা ছিল বেশ রমরমা। তদানীন্তন আফ্রিকা মহাদেশে আধিপত্য বিস্তারকারী সব ইউরোপীয় দেশই তখন দাস-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। ইতিহাস সাক্ষী, সাদা চামড়ার এই ইউরোপীয়রা আফ্রিকা ও আফ্রিকানদের এত বীভৎস উপায়ে শোষণ করে যে, উপনিবেশবাদের ইতিহাসে তা এক কালো অধ্যায় হয়ে আছে।

ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ পরিচিতি

ক. ইউরোপ মহাদেশ

বর্তমান পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে আয়তনের দিক দিয়ে ইউরোপ মহাদেশ পঞ্চম স্থান দখল করে আছে। ইউরোপ মহাদেশের আয়তন প্রায় এক কোটি এক লাখ আশি হাজার বর্গকিলোমিটার। এই মহাদেশের বাসিন্দাদের বলা হয় ইউরোপীয় বা ইউরোপিয়ান।

এটি পুরোপুরি পৃথিবীর উত্তর অংশে (ভূগোলের ভাষায়—উত্তর গোলার্ধে)

[৬] ড. জাহির রিয়াজ, ইস্তিমা'রু আফরিকিয়া : ৬।

[৭] আফ্রিকা মহাদেশে পৌঁছার পেছনে ইউরোপীয়দের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া মহাদেশ। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশ। তারা প্রাচ্যের ধন-ভান্ডার আয়ত্ত করতে এবং সেখানে ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্ম ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী ছিল।

অবস্থিত। মানচিত্রে এটি 36° থেকে 41° অক্ষাংশে অবস্থিত। অর্থাৎ দক্ষিণে কিছুটা উষ্ণ জলবায়ু পাওয়া গেলেও উত্তরের দিকটা বেশ ঠান্ডা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে এটি 10° পশ্চিম থেকে 60° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে বিস্তৃত। সহজভাবে বললে, এর ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের কাছ থেকে শুরু হয়ে পূর্ব দিকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

সামগ্রিকভাবে ইউরোপ মহাদেশটি একটি বৃহৎ উপদ্বীপের মতো, যার ভূখণ্ড^[৮] পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের জলরাশিতেও বিস্তৃত। অধিকন্তু, এ মহাদেশটি আবার অনেকগুলো উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিমাংশে রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপদ্বীপ, দক্ষিণে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ, ইতালি উপদ্বীপ ও বলকান উপদ্বীপ। এছাড়াও রয়েছে অনেকগুলো স্বতন্ত্র দ্বীপ। পশ্চিমে ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড ও আইসল্যান্ড এবং দক্ষিণে ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, মাল্টা, ক্রিট ও সাইপ্রাস দ্বীপ। মহাদেশটির উত্তরে হিমায়িত উত্তর-মহাসাগর আর দক্ষিণে রয়েছে ভূমধ্যসাগর। পূর্বে বর্তমান রাশিয়ার উরাল পর্বতমালা। উরাল পর্বতমালা মহাদেশটিকে পূর্ব দিক দিয়ে এশিয়া মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। সবশেষে এর পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর।^[৯]

জাতিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৭৪.৩৫ কোটি।^[১০]

[৮] নিরক্ষীয় ভূখণ্ড : এটি পৃথিবীর ঠিক মাঝখানের অঞ্চল, যেখানে নিরক্ষরেখা (Equator) পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে উত্তর আর দক্ষিণে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের বিশেষত্ব : এখানে সারাবছর গরম থাকে; কারণ সূর্যের আলো এখানে সরাসরি পড়ে। বৃষ্টি হয় প্রচুর; তাই এখানে ঘন বন (যেমন আমাজন) পাওয়া যায়। দিন-রাত প্রায় সমান থাকে অর্থাৎ দিন ১২ ঘণ্টার এবং রাতও ১২ ঘণ্টার হয়। যেমন ইকুয়েডর, ব্রাজিল, কঙ্গো, ইন্দোনেশিয়া—এগুলো নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশ। এখানকার প্রকৃতি সবুজ-শ্যামলময় হয়, তাই প্রাণীদের আবাসও বেশি হয়।

[৯] ড. মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি, উরুব্বা আল-জাদিদা—দিরাসা ফিল জুগরাফিয়া আল ইকলিমিয়া ওয়াল ইকতিসাদিয়া : ৯।

[১০] আল-উমামুল মুত্তাহিদা, আল-কিতাবুস সানাবি লিল উমামিল মুত্তাহিদা : ৪১১।

এশিয়া মহাদেশ পরিচিতি

এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ। এর আয়তন প্রায় ৪ কোটি ৪৫ লাখ ৭৯ হাজার বর্গকিলোমিটার, যা সমগ্র প্রায় ভূপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ। এ আয়তন ইউরোপ মহাদেশের প্রায় সাড়ে চারগুণ বড়।

এশিয়া মহাদেশ উত্তর মেরু থেকে প্রায় তেরো ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে বিস্তৃত। যদি আমরা নিরক্ষরেখার দক্ষিণের কিছু দ্বীপ বাদ দিই, তবে বলা যায়— পুরো এশিয়া মহাদেশই উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত, আবহাওয়ার বিবেচনায় যার অবস্থান উষ্ণ আবহাওয়ার অঞ্চলে। ভৌগোলিকভাবে এশিয়া মহাদেশ ১০ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে ৭৮ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ২৫ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১৭০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

এশিয়া মহাদেশ পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে উত্তর মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত। উরাল পর্বতমালা, উরাল নদী, কাস্পিয়ান সাগর, কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগর দ্বারা এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশ দুটি পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। এছাড়া লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল এশিয়া মহাদেশকে আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সংকীর্ণ বেরিং প্রণালী একে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে। উল্লেখ্য, বেরিং প্রণালীর একদিকে অবস্থান করছে এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত রাশিয়ার উলেনা এবং অপর পাশে উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা।

এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এর মূল স্থলভাগের সাথে অন্যান্য মহাদেশগুলোর সংযোগ। আলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে আমেরিকা মহাদেশের সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে বেরিং প্রণালির মাধ্যমেও আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গে এ মহাদেশটির যোগাযোগ রয়েছে। বেরিং প্রণালি ৮৫ কিলোমিটার প্রশস্ত। বছরের অধিকাংশ সময়ে এ প্রণালির পানি জমে বরফ হয়ে থাকে। ফলে এশিয়ার স্থলভাগ আমেরিকার স্থলভাগের সঙ্গে মিলে যায়। এমনভাবে এশিয়া মহাদেশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সঙ্গেও সংযুক্ত। এই সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এশিয়া